উত্তম · সুপ্রিয়া অভিনীত

জীবন মৃত্যু

বি, এম্, ডি, মুভিজ প্রাইভেট লিমিটেডের নিবেদন

জীবন মৃত্যু

প্রযোজনা : সন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
নির্মল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস কুমার মজুমদার ও শক্তি দত্ত

পরিচালনা : হীরেন নাগ

কাহিনী : ... বিশ্বনাথ রায়
চিত্রনাট্য : বিশ্বনাথ রায় ও হীরেন নাগ
সঙ্গীত পরিচালনা : ... গোপেন মল্লিক
আলোক চিত্র পরিকল্পনা : ... কানাই দে
চিত্রগ্রহণ : ... মধু ভট্টাচার্য্য
শব্দগ্রহণ : ... নৃপেন পাল
অতুল চ্যাটার্জি ও সুনীল বসু
সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা :
শ্যামসুন্দর ঘোষ
যন্ত্র সঙ্গীত : ... সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা

গীতিকার : ... পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
ও শ্যামলেশ ঘোষ
সম্পাদনা : ... বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প নির্দেশনা : ... কার্ত্তিক বসু
পট শিল্পী : ... নবকুমার ও বলরাম
চিত্র পরিস্ফুটন : ... আর, বি, মেহতা
ব্যবস্থাপনা : ... বাসু ব্যানার্জি
রূপসজ্জা : ... শৈলেন গাঙ্গুলী
সাজ-সজ্জা : ... দাশরথী দাস
প্রধান সহকারী পরিচালনা : স্বদেশ সরকার
পরিচয় লিপন : ... নিতাই বসু

প্রধান প্রচার অঙ্কন শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য্য ● প্রচার লিপন : সত্য চক্রবর্ত্তী
প্রচার পরিচালনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

★ সহকারী বৃন্দ ★

পরিচালনায় : নীতিন ব্যানার্জি ও প্রদীপ নিয়োগী ● প্রযোজনায় : শঙ্কর নাথ দে ● আলোক চিত্রে : শান্তি ব্যানার্জি ও পান্তু নাগ ● শিল্প নির্দেশনায় : রবি দত্ত ● শব্দ গ্রহণে : অনিল নন্দন ও রথীন ঘোষ ● সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনায় : জ্যোতি চ্যাটার্জী, ইডাল, ভোলানাথ সরকার ও পাঁচুগোপাল দাস ● সম্পাদনায় : রবীন সেন ও চিত্ত দাস ● চিত্র পরিস্ফুটনে : অবনী রায় ও তারাপদ চৌধুরী ● ব্যবস্থাপনায় : ভগীরথ চক্রবর্ত্তী ● রূপ সজ্জায় : পঞ্চানন দাস
সঙ্গীতে : জানকী দত্ত

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গান : 'আমার সকল দুঃখের প্রদীপ'
(বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)

কণ্ঠ সঙ্গীতে :
মান্না দে (বোম্বাই), সন্ধ্যা মুখার্জী, বাণী ঠাকুর ও সন্ধ্যা চ্যাটার্জী

★ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ★

জি, ই, সি (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, ইষ্টার্ণ রেলওয়ে (মধুপুর ষ্টাফ্), আলিপুর জেল কর্ত্তৃপক্ষ, বাণী পাঠাগার (ঢাকুরিয়া), অমর লাইব্রেরী, মহারাজা চিন্তামণি মহাদেও (ছোটনাগপুর), দীপচাঁদ কাঙ্কারিয়া, জ্ঞানেশ মুখার্জী, এস্, আর, সিং (রাঁচী), অনিল রায়চৌধুরী, ক্ষিতীশ হালদার (কাকদ্বীপ), অজিত মিত্র, ইজাহারুল হক (হাজারীবাগ), আর, কে, চ্যাটার্জি এ, সি, এ।

এন্, টি, ১নং ষ্টুডিও, ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ও রাধা ফিল্মস ষ্টুডিওতে গৃহীত।
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে চিত্র পরিস্ফুটিত ও শব্দপুনর্যোজিত

একমাত্র পরিবেশক : শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স প্রাঃ লিঃ

আমাদের প্রিয় সহকর্মী নীতিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগত আত্মার প্রতি আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি

Tuesday.

কাহিনী

"ইয়োর অনার! এই অশোক মুখার্জি একজন ঘৃণ্য অপরাধী, বিশ্বাস ভঙ্গকারী, চোর। সে তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব এবং বিশ্বাসের চরম অপব্যবহার করে পাঁচলক্ষ টাকা চুরি করেছে। সে সমাজের কলঙ্ক, মানবতার শত্রু!"...

জেলের লোহার গারদের কঠিন আবেষ্টনী ভেদ ক'রে সরকারী উকিলের তীব্র জ্বালাময় কথাগুলো প্রতি মুহূর্ত্তে কানের কাছে বেজে উঠ্‌ছে—একটানা ছটি বছর ধরে।... জগতের কাছে আজ তার একটি মাত্র পরিচয় সে চোর—সে চোর!

★ ★ ★

সংসার বলতে বিধবা মা আর তার একমাত্র পুত্র—অশোক। অভাব রয়েছে, দৈন্য রয়েছে—তবু রয়েছে অনাবিল শান্তি আর মাধুর্য্য।—

আর রয়েছে ছোট্ট একটি স্বপ্ন! —মনের মত একটি ঘর বাঁধবার স্বপ্ন!

গোপা!

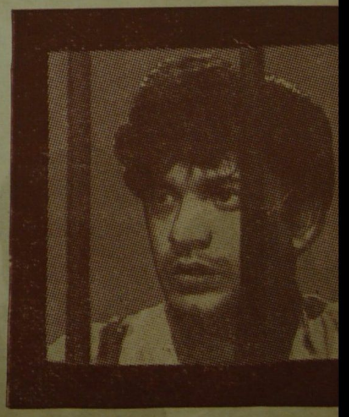

পিতৃবন্ধুর মা-মরা মেয়ে—অশোকেরই সহপাঠিনী। দু'জনেই এবার অর্থ-নীতিতে এম্. এ পরীক্ষা দেবে। তাই সব কিছুতেই একটা রেশারেশি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগেই আছে দু'জনের মধ্যে—ক্লাশের পড়ায়—এমন কি ক্লাশের বাইরে 'ডিবেটিং' এও। তবুও সেই রেশা-রেশিটা সম্পূর্ণই

ওদের বাইরের ব্যাপার, —কারণ দু'জনেই ভাল ক'রে জানে অপরজনকে ছাড়া তাদের কারুরই চল্‌বে না।

এম্‌. এ পাশ ক'রে অশোক চাক্‌রি পেয়ে গেল কল্‌কাতার 'সিটিজেন্স ব্যাঙ্ক'-এ —'প্রোবেশন অফিসার' হিসাবে। সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দিল নিজের কাজে। জীবনে বড় হ'তে হবে—মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে—অভাব আর দৈন্যকে পরাজিত করে—তার আর গোপার ভবিষ্যৎ জীবনকে সার্থক করে তুল্‌তে হবে।

তার কাজের পুরস্কার পেতেও দেরী হ'ল না। ধাপে ধাপে প্রমোশন পেয়ে, পুরোনো সহকর্মীদের অনেক পিছনে ফেলে, সে হ'য়ে গেল ঐ ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার।

আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়্‌ল!

হিংসায় জ্বলে মর্‌তে লাগ্‌লো ঐ সব অপদার্থ, অকেজো সহকর্মীর দল—বিদ্যুৎ ঘোষ, সঞ্জীব হালদার, সূর্য্য রায়, প্রবীর সেন। একজন জুনিয়র ছোক্‌রা এসে তাদের মাথার ওপর চেপে বস্‌বে! অসহ্য! অসহ্য!! এর প্রতিশোধ নিতেই হবে! অফিসের আনাচে-কানাচে গোপন চক্রান্ত সুরু হ'য়ে যায়—যেমন ক'রে হোক্‌ আশোক মুখার্জিকে ধ্বংস করতেই হবে!

ছেলের উন্নতিতে আত্মহারা হ'য়ে মা অশোকের বিয়ের দিনক্ষণ স্থির ক'রে ফেল্‌লেন।

তার অনেক দিনের সাধ গোপা এসে তার হাত থেকে সংসারের সব ভার তুলে নেবে।

আশীর্বাদের সব ব্যবস্থা করা ঠিক হ'য়ে গেছে।

মা সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন সেই আনন্দ মুহূর্ত্তটির জন্য—ঠিক সেই সময় সদর দরজায় এসে দাঁড়ালো পুলিশের লোকজন।

ব্যাঙ্কের 'ক্যাশ ভোল্ট' থেকে পাঁচ লাখ টাকা চুরি গিয়েছে। অশোকের কাছেই ছিল ক্যাশের চাবি—সে ছাড়া আর কারুর পক্ষেই ঐ টাকা সরাবার কিছুমাত্র সুযোগ ছিল না।

অতএব···

জেলের লোহার গারদের ভেতর আজও ভেসে আস্‌ছে বিচারকের গম্ভীর কণ্ঠের সেই ঘোষণা—

অশোক মুখার্জি দোষী····সে চোর! ···সে বিশ্বাসভঙ্গকারী····সে সমাজদ্রোহী!···

তার সংসার গড়বার অধিকার নেই—ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখবার অধিকারও হয়তো নেই। সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াবার কোনও অধিকারই নেই! তার জন্য শুধু রয়েছে শুধু একটি নিরন্তর জিজ্ঞাসা!—

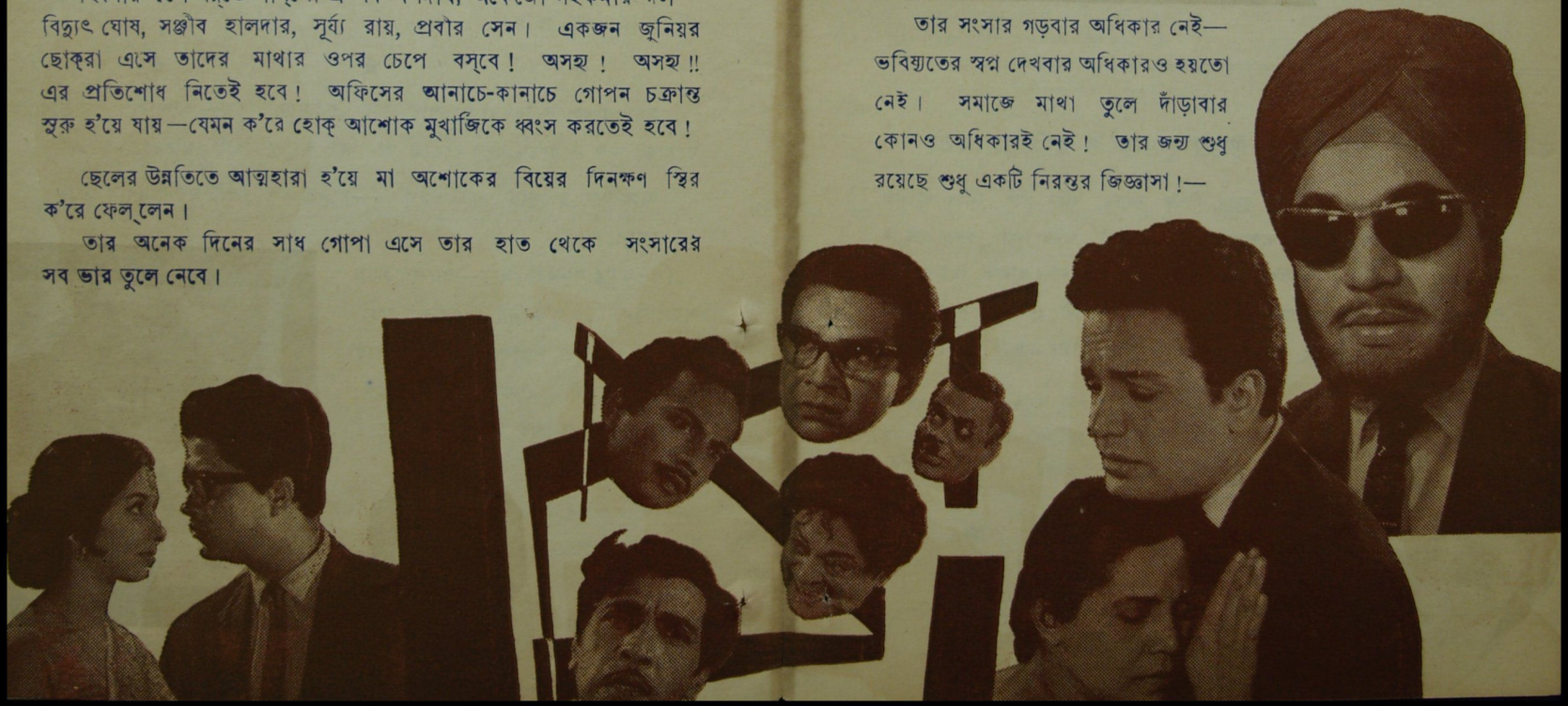

কেন এই শাস্তি ?
…কার অপরাধে ?

আবার কি সে এই কারা প্রাচীরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে ?… ফিরে পাবে তার দুঃখিনী মাকে ?… তার প্রিয়তমা গোপাকে ?…. তাদের জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া দিন-মাস-বছর গুলোকে ?…

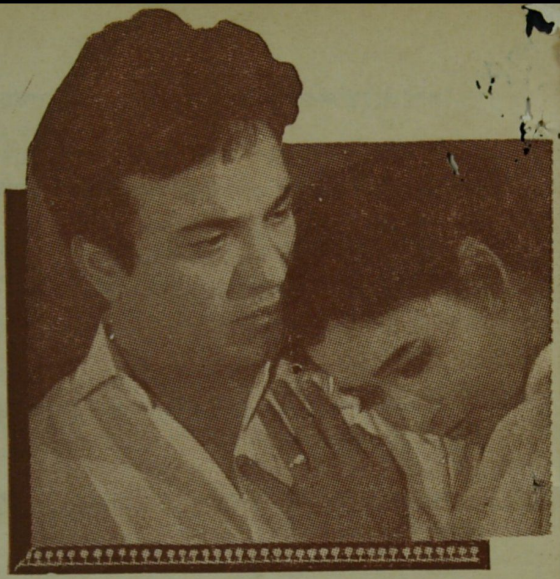

প্রধান ভূমিকায় ঃ উত্তম কুমার ও সুপ্রিয়া দেবী

অন্যান্য ভূমিকায় : কমল মিত্র, তরুণ কুমার, দীপক মুখার্জি, বঙ্কিম ঘোষ, মিহির ভট্টাচার্য্য, প্রশান্তকুমার, এন বিশ্বনাথন, মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, শমিতা বিশ্বাস, সুব্রতা চ্যাটার্জি, মণিকা ঘোষ, শান্তা দেবী, অমর মল্লিক, প্রসাদ মুখার্জী, সুব্রত সেন, শিশির বটব্যাল, মিণ্টু দাসগুপ্ত, ধীরাজ দাস, অশোক মিত্র, বুবু গাঙ্গুলী, অরুণ চৌধুরী, মণি শ্রীমানী, দেব দাস, কুণাল মুখার্জী, স্বদেশ সরকার, অশোক মুখার্জি, শশাঙ্ক সোম, প্রদীপ মিত্র, সৌরীন চ্যাটার্জি, সত্য ব্যানার্জি,

শৈলেন গাঙ্গুলী, শান্তি চ্যাটার্জি, সুবল দত্ত, সুনির্মল চ্যাটার্জি, বিমলেন্দু ব্যানার্জি, পরিতোষ চৌধুরী ও শ্রীমান পার্থ।

★ ★

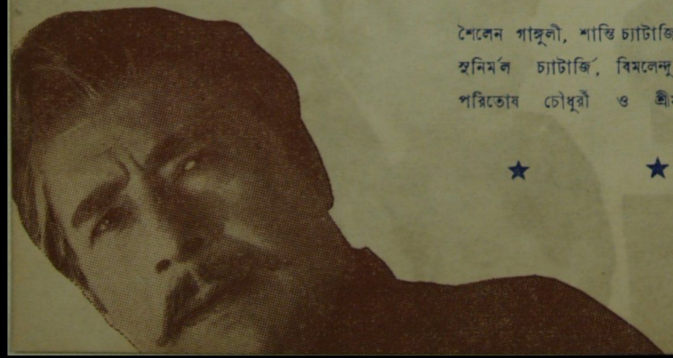

সঙ্গীত

(১)

কোনো কথা না বলে—গান গাওয়ার ছলে
এই যে সুরের সাথী জুটলো তাতে ক্ষতি কি হলো—
কোন কথা না বলে।
বিনা আমন্ত্রণে আজ চোখের কোনে
ওই যে অবুঝ হাসি ফুটলো তাতে ক্ষতি কি হলো—
কোন কথা না বলে।।
আকাশে যে মেঘ ছিল এতদিন
আজ কেন সে হলো স্বপ্ন রঙ্গিন
দেখি তারই বুকে কোন মধুর সুখে
সাতরঙা রামধনু উঠলো তাতে ক্ষতি কি হলো—
এত বাঁধন নিল নয়ন দেখে যায় তবু যদি স্বপ্ন
তাতে দায়ী কে বলো ?
কেউ কি জানে কোন সে দিনে আসবে কখন শুভলগ্ন
হার মেনে যদি মেলে রত্নমালা জয় করে চইন
এ কাঁটার জ্বালা।
কিছু পাওয়ার আগে মধু অণুরাগে
এই যে মানের বাঁধন টুটলো
তাতে ক্ষতি কি হলো—কোন কথা না বলে—।।

রচনা—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ঠ—মান্না দে
সন্ধ্যা মুখার্জি

(২)

প্রভাত সূর্য্য তোমার মহিমা ছড়ালো
হে জ্যোতির্ময়— হে জ্যোতির্ময়
সেই আলোতেই পথ নেবো খুঁজে—
আমরা যে কিশলয়—
বন্দনা শেষে লেখাপড়া করি
ভূগোল জ্যামিতি শুভঙ্করী—
ইতিহাস পড়ে ভরে যায় মন
এদেশে জন্মে ধন্য জীবন—
শিবাজী স্বামীজি নেতাজীর মাঝে
আমাদের পরিচয়—।

মৃত্তি গড়ি মাটি আর জলে
কাজ করি মোরা খেলারই ছলে
দূর কে যে সুর টেনে আনে কাছে
গানে আমাদের সেই সুর বাজে
তারি মাধুরীতে সকলের মন
করবো যে মধুময়—।
তাঁত বুনি কেউ, চরকা কাটি,
ছোরা খেলি কেউ 'ঘোরাই লাঠি'
সবারে আপন করে নিতে চাই
হাতে হাত রেখে মিতালী-পাতাই
এমনি করেই ভালবাসা দিয়ে
করব বিশ্বজয়
আমরা কিশলয়— হে জ্যোতির্ময়—।

রচনা—শ্যামলেশ ঘোষ।
কণ্ঠ—সন্ধ্যা চ্যাটার্জি ও অন্যান্যরা।

(৩)

আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে
দিবস গেলে করবো নিবেদন—
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন
আমার সকল দুঃখের প্রদীপ
যখন বেলা শেষের ছায়ায় পাখীরা যায় আপন
কুলার মাঝে
সন্ধ্যা পূজার ঘণ্টা যখন বাজে।
তখন আপন শেষ শিখাটি জ্বালবে এ জীবন
আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন।
অনেক দিনের অনেক কথা
ব্যাকুলতা বাঁধা বেদন ডোরে
মনের মাঝে উঠেছে আজ ভোরে
যখন পূজার হোমানলে উঠবে জ্বলে
একে একে তারা
আকাশ পানে ছুটবে বাঁধন হারা
অস্ত রবির ছবির সাথে মিলবে আয়োজন
আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন।।

রচনা—রবীন্দ্রনাথ কণ্ঠ—বাণী ঠাকুর

শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স প্রাঃ লিঃ-র পক্ষ হইতে
শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
অলঙ্করণেঃ পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য্য :: মুদ্রণেঃ জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩